www.icb.gov.bd

আইসিবি পরিক্রমা

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী
আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি
পুঁজিবাজার
পাঠশালা
অভিব্যক্তি

সংখ্যা ১১ | সেপ্টেম্বর ২০১৬, ভাদ্র ১৪২৩ | ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার

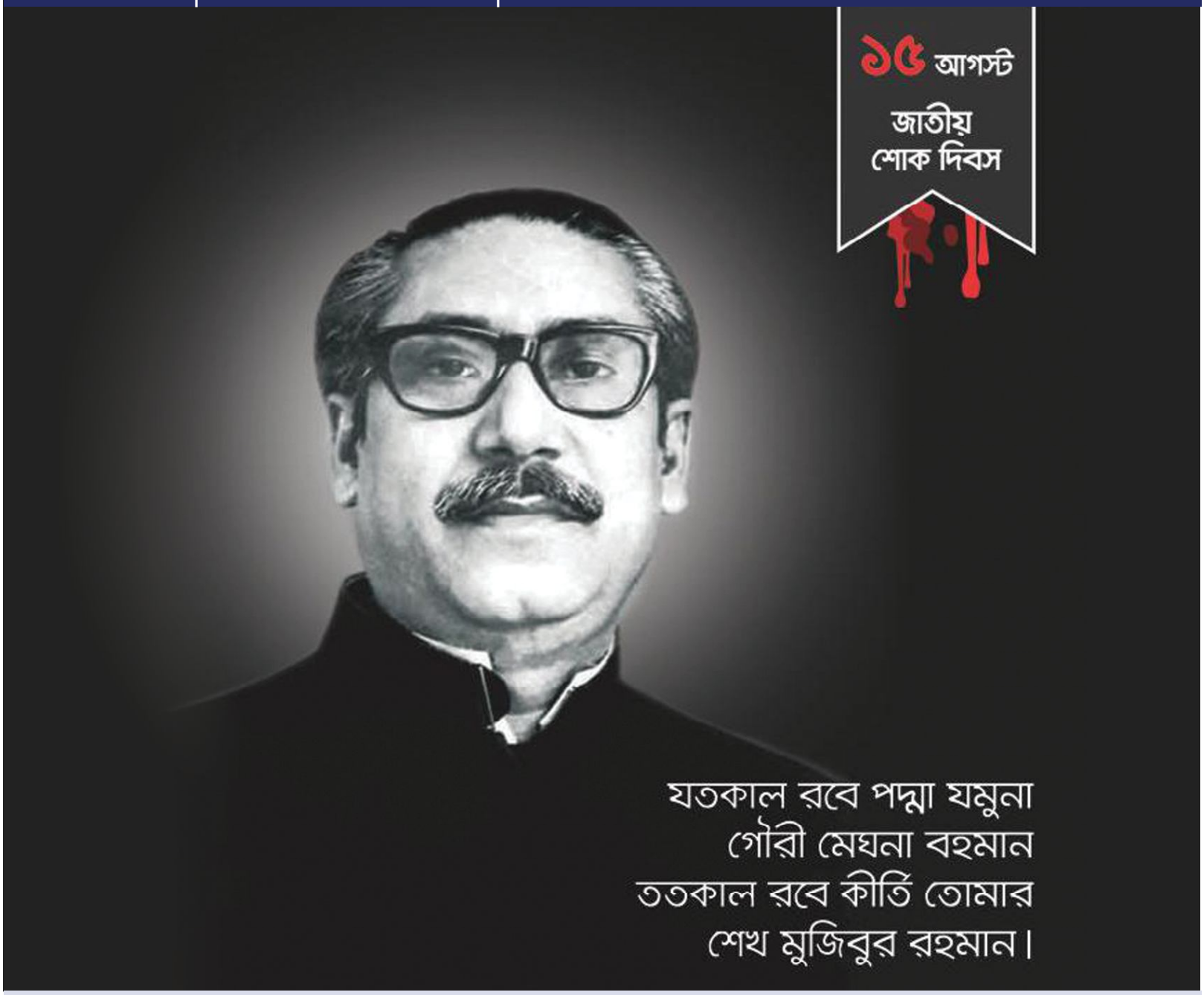

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH

ICB: The Trend Setter in the Capital Market

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ

পুঁজিবাজার বিষয়ক

- ইক্যুইটি, প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং প্লেসমেন্ট শেয়ার-এর বিপরীতে অগ্রিম/বিনিয়োগ;
- শেয়ার পুনঃক্রয়ের বিপরীতে অগ্রিম;
- ইউনিট সার্টিফিকেট, মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট, এএমসিএল ইউনিট এবং বাংলাদেশ ফান্ড ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম;
- মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম;
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- ইস্যু ম্যানেজমেন্ট;
- আন্ডাররাইটিং;
- ব্রোকারেজ সেবাসমূহ;
- ডিপি (ফুল সার্ভিস) সেবাসমূহ;
- মার্জার এবং এক্যুইজিশন;
- ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান;
- পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা;
- প্রেফারেন্স শেয়ারে বিনিয়োগ;
- স্টক মার্কেট লেনদেন;
- ডিবেঞ্চার ফাইন্যান্সিং;
- লিজ ফাইন্যান্সিং;
- ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং।

মুদ্রাবাজার বিষয়ক

- সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, জিরো কুপন বন্ড, টার্ম ডিপোজিট রিসিট;
- ব্যাংক গ্যারান্টি;
- কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস।

সরকারের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন

- ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনরশিপ ফান্ড;
- রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অফলোডিং;
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম।

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টামন্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

উপদেষ্টামন্ডলী

মুহাম্মদ আলকামা সিদ্দিকী
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ শফিকুল ইসলাম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

এস, এম, মনিরুজ্জামান
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মনজুর আহমদ
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আবদুস সালাম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সৈয়দ শাহরিয়ার আহসান
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকমন্ডলী

এস এস এম কামাল
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

শুক্লা দাশ
উপ-মহাব্যবস্থাপক

এ,এস,এম, হায়দারুজ্জামান
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

প্রকাশনায়:
প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
আইসিবি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ১০০০।
ওয়েবসাইট: www.icb.gov.bd ই-মেইল:info@icb.gov.bd, icb@agni.com

সূ | চি

সম্পাদকীয় ৩

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ৪-৮

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২টি সম্মাননা লাভ

আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড

NID'র স্মার্ট কার্ড বিতরণ শুরু

সমুদ্রবন্দর পায়রার যাত্রা শুরু

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ৮-১২

- ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা
- ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কাঙালি ভোজ
- নবনিযুক্ত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ফুলেল শুভেচ্ছা
- আইসিবির ২০১৫-১৬ অর্থবছরের লভ্যাংশ ঘোষণা
- অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও আইসিবি ইউনিট ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা
- সপ্তম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড-কে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভা
- কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম
- আইসিবি শেয়ারের বাজারদর
- আইসিবি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের সুদের হার
- আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয় মূল্য

যোগদান ১৩

অবসর গ্রহণ ১৩

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ১৪-১৫

পুঁজিবাজার ১৫-১৭

- বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬
- বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- তালিকাভুক্ত কয়েকটি কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ
- বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

পাঠশালা ১৮-১৯

Financial Statement Analysis

অভিব্যক্তি ২০

অনন্য মানুষের পথে

ইয়াংস্টারস্ ২১

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দু' নয়নে

Infinite

সম্পাদকীয়

বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ এক কলঙ্কিত অধ্যায়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্র, পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়গণ দেশের স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে শাহাদাত বরণ করেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এ জন্য তাঁকে জীবনে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে অমানবিক নির্যাতন। বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো আপোষ করেননি। এ মহান নেতার চিন্তা-চেতনায় সবসময় কাজ করত বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী, সাহসী এবং দৃঢ় নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার লাল সূর্য। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে এক বুক ভালবাসা, স্বপ্ন ও সাহস নিয়ে তিনি সে কাজ শুরুও করেছিলেন। কিন্তু ঘাতকচক্র নৃশংস হত্যাকান্ডের মাধ্যমে তাঁর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে স্তব্ধ করে দেয়। ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শকে বিনাশ করতে পারেনি। যতদিন বাংলাদেশ ও বাঙালি থাকবে ততদিন জাতির পিতা এ দেশের লাখো কোটি বাঙালির অন্তরে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে। বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে বাংলাদেশ এখন বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ক্রমশ: উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হতে যাচ্ছে।

আইসিবি বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শকে সমুন্নত রেখে সরকারের গৃহীত উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে বদ্ধপরিকর থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করছে।

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২টি সম্মাননা লাভ

নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য জাতিসংঘের নারী বিষয়ক কর্মসূচী UN Women হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্জন করেন Planet 50-50 Champion। জেন্ডার সমতা ও

নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য মাস্টার প্রেসিডেন্ট মেরি লুইস কলেইরো প্রিসা ও জাতিসংঘ মহাসচিবের স্ত্রী বান সুন তায়েক-এর সাথে যৌথভাবে লাভ করেন ২০১৬ সালে Agent of Change Award।

আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগ ও অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র ও তাঁর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় লাভ করেন ২০১৬ সালের 'আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'। ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব গভর্নেন্স অ্যান্ড কম্পিটিটিভনেস, প্ল্যান ট্রিফিনিও, গ্লোবাল ফ্যাশন ফর ডেভেলপমেন্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট স্টেটের নিউ হেভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস সম্মিলিতভাবে এ পুরস্কার দেয়। ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

NID'র স্মার্ট কার্ড বিতরণ শুরু

২ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে শুরু হয়েছে জাতীয় পরিচয়পত্র বা NID'র স্মার্ট কার্ড বিতরণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রথম পর্যায়ে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার চরাঞ্চলের ভোটারদের মধ্যে এ কার্ড বিতরণ করা হবে। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয় থেকে এ কার্ড বিতরণ করা হবে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের সব নাগরিকদের মাঝে উন্নতমানের এ কার্ড পৌঁছে দেয়া হবে।

যেমন হবে স্মার্ট কার্ড

NID'র স্মার্ট কার্ড হবে ১০ ডিজিটের। বিদ্যমান সাধারণ কাগজে লেমিনেটিং করা জাতীয় পরিচয়পত্র ১৩ ও ১৭ ডিজিটের। স্মার্ট কার্ডের ১০ ডিজিটের নম্বরের প্রথমে জিরো থাকবে না। একই ডিজিট চার বা ততোধিকবার থাকতে পারবে না। তিনটি একই ডিজিট পর পর একবারের বেশি ব্যবহার করা হবে না। ক্রমানুসারে কোনো NID তৈরি হবে না। স্বামী-স্ত্রীর নাম উল্লেখ থাকলেও স্মার্ট কার্ডের ওপরের অংশে স্বামী-স্ত্রীর নাম থাকছে না। তবে কার্ডের মাইক্রোচিপে এ তথ্য দেয়া থাকবে। কারণ স্বামী বা স্ত্রী পরিবর্তনযোগ্য। এ জন্য উন্নতমানের স্মার্ট কার্ডে একজন ভোটারের নাম, বাবা ও মায়ের নাম দৃশ্যমান রাখা হবে।

সমুদ্রবন্দর পায়রার যাত্রা শুরু

১৩ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশের তৃতীয় বাণিজ্যিক সমুদ্রবন্দর 'পায়রা'। এটা পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার রাবনাবাদ চ্যানেল সংলগ্ন আন্ধারমানিক নদীর পাড়ের টিয়াখালী ইউনিয়নের ইটবাড়িয়ায় অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরের পোতাশ্রয় মুখ থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ৬,০০০ একর জমির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে এ বন্দর। সীমিত আকারে চালু হলেও পূর্ণাঙ্গভাবে এ বন্দর চালু হবে ২০২৩ সাল নাগাদ। ৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে জাতীয় সংসদে পায়রা সমুদ্রবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন পাস হওয়ার পর ১৯ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে পায়রা সমুদ্রবন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ভবিষ্যতে একটি গভীর সমুদ্রবন্দরে রূপান্তরিত করার মহাপরিকল্পনা রয়েছে। পায়রা সমুদ্রবন্দর প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ইপিজেড, এসইজেড, জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামত খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। নতুন শিল্প এলাকা গড়ে উঠার সুবাদে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে বরিশাল, পটুয়াখালী এবং ভোলা জেলার বাসিন্দারা।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

সমগ্র বিশ্বের টেকসই উন্নয়নে জাতিসংঘ ১৭টি লক্ষ্য (এসডিজি) নির্ধারণ করেছে। প্রতিটির ক্ষেত্রে রয়েছে আবার একাধিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১১, ১২, ১৩ ও ১৪তম লক্ষ্য হচ্ছে 'নগরসমূহকে এবং মানবিক আস্তানাসমূহকে হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, বসবাসযোগ্য ও টেকসই', 'ভোগ এবং উৎপাদন কাঠামোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা', 'জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ' এবং 'সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও এর টেকসই ব্যবহার'। এ সম্পর্কে এবারের আলোচনা:

লক্ষ্য-১১ : নগরসমূহকে এবং মানবিক আস্তানাসমূহকে হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, বসবাসযোগ্য ও টেকসই

তথ্য ও উপাত্ত

পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী, ৩.৫ বিলিয়ন মানুষ, বর্তমান সময়ে নগরবাসী। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনগোষ্ঠীর প্রায় ৬০ শতাংশ নগর এলাকায় বসবাস করবে। ভূ-পৃষ্ঠের মোট জমির ৩ শতাংশ বিশ্বের নগরসমূহের দখলে রয়েছে। আগামী শতাব্দীর মধ্যে এই জমির ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত নগরে সম্প্রসারণ হয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বের ন্যায় জায়গা করে নেবে। আজ বস্তিতে বসবাসকারী ৮২৮ মিলিয়ন মানুষ রয়েছে এবং এই সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

অন্যদিকে নগরসমূহে প্রায় ৬০-৮০ শতাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যয় হয় এবং মোট কার্বন নিঃসরণের ৭৫ শতাংশ নির্গত হয়। দ্রুত নগরায়নের ফলে বিদ্যমান বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, ড্রেন ব্যবস্থা, বাসযোগ্য পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর চাপ বাড়বে।

উচ্চ ঘনবসতির স্থানসমূহে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ ও শক্তির ব্যবহারের মাত্রা কমানো যেতে পারে।

লক্ষ্য-১১ এর অধীনে টার্গেটসমূহ

১. ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং সাধ্য অনুযায়ী সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা এবং মৌলিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বস্তিসমূহের মান উন্নয়ন।

২. ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য পরিবহন ব্যবস্থাকে নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসা, সাধ্য অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সবার জন্য টেকসই সড়ক নিরাপত্তার উন্নয়ন করা। বিশেষভাবে গণপরিবহনসমূহ বৃদ্ধি করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে থাকা নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের চাহিদার প্রতি বিশেষ নজর প্রদান।

৩. ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিসম্পন্ন অংশগ্রহণমূলক নগরায়ন। নগরসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিকল্পিত ও টেকসই মানববসতির ব্যবস্থা

করে সকল দেশের আবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন।

৪. বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার শক্তিশালীকরণ।

৫. ২০৩০ সালের মধ্যে দৃশ্যমান পর্যায়ে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পানিবাহিত রোগের কারণে বিশ্বের গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হ্রাস ঘটে, যা সরাসরি অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সে সকল বিপর্যয় থেকে দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসরত মানুষের মৃত্যুহার হ্রাস করা।

৬. ২০৩০ সালের মধ্যে বিশেষ করে মহিলা এবং শিশু, বয়স্ক নাগরিক, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশ্বময় নিরাপদ অন্তর্ভুক্তিমূলক গণ ও পরিবেশসম্মত স্থান সৃষ্টি।

৭. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশসম্মত সহায়তার আওতায় নগর ও গ্রামের মাঝে এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাঝে যোগসূত্র স্থাপন।

৮. ২০২০ সালের মধ্যে টেকসই নগরের সংখ্যা বৃদ্ধিতে মানবিক আবাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, দক্ষতা অনুযায়ী সম্পদের ব্যবহার, দুর্যোগ প্রতিরোধ ও জলবায়ু সংরক্ষণে প্রচেষ্টা চালানো, দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে সব পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন।

৯. স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় অন্তর্ভুক্ত করে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই এবং অধিক স্থায়িত্বের অবকাঠামো নির্মাণ।

লক্ষ্য-১২ : ভোগ এবং উৎপাদন কাঠামোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা

তথ্য ও উপাত্তঃ

প্রতিবছর উৎপাদিত খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ যার পরিমাণ ১.৩ বিলিয়ন টন এবং মূল্য হিসাবে ট্রিলিয়ন ডলার, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে খারাপ পরিবহন ও শস্য কর্তনে অব্যবস্থাপনার জন্য। সারা বিশ্বের লোক যদি সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ বাল্ব ব্যবহার করত, তা হলে ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সঞ্চয় করতে পারত। ২০৫০ সালে যদি পৃথিবীর জনসংখ্যা ৯.৬ বিলিয়ন হয়, তা হলে মানুষের বর্তমান জীবনযাপনের ধরন বজায় রাখতে হলে প্রায় তিন গ্রহের সমান সম্পদ দরকার হবে।

পানি

সারা বিশ্বের মোট পানির ৩ শতাংশেরও কম পানযোগ্য, তার মধ্যে আবার ২.৫ শতাংশ বরফ হয়ে আছে। ০.৫ শতাংশ পানির ওপর মানুষ নির্ভর করে আসছে। বর্তমানে প্রকৃতির থেকেও অধিক হারে মানুষ পানি দূষণ করছে। মাত্রাতিরিক্ত পানির ব্যবহারে বিশ্বের পানির ওপর চাপ বাড়ছে। এখনও ১ বিলিয়নের বেশি মানুষ বিশুদ্ধ পানি পায় না। পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে হ্রদ ও নদীর পানিকে বিশুদ্ধ করা যায় কিন্তু প্রকৃতি থেকে পানি যেমন সহজলভ্য আবার কৌশল দ্বারা পানি আহরণ তেমন ব্যয়বহুল।

খাদ্য

পৃথিবীর মোট ব্যবহৃত শক্তির মধ্যে ৩০ শতাংশ শক্তি খাদ্য সেক্টরে ব্যবহৃত হয় এবং খাদ্য উৎপাদনে প্রায় ২২ শতাংশ গ্রিন হাউসের গ্যাস নির্গমন হয়। ৩ বিলিয়ন টন খাদ্য প্রতিবছর নষ্ট হচ্ছে যখন কিনা প্রায় ১ বিলিয়ন মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে এবং আরও ১ বিলিয়ন মানুষ অনাহারে থাকছে। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্যের প্রতি মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। বিশ্বব্যাপী ৫ মিলিয়ন মানুষ মোটা অথবা অতিরিক্ত ওজনের। জমির ক্ষয়সাধন, মাটির উৎপাদনী শক্তি হ্রাস, যথেষ্টভাবে পানির ব্যবহার, অতিরিক্ত মাছ ধরা এবং সামুদ্রিক পরিবেশের অবনতি এসব কিছু মিলেই প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ এই পৃথিবীতে কমে আসছে, যার ফলশ্রুতিতে খাদ্য সরবরাহও হ্রাস পাচ্ছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

লক্ষ্য-১২ এর অধীনে টার্গেটসমূহ

১. টেকসই উৎপাদন ও এর ব্যবহারের ওপর ১০ বছরের এক কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা, যেখানে সব দেশ অংশগ্রহণ করবে, যেখানে উন্নত দেশগুলো নেতৃত্ব দেবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো সমতা রেখে উন্নয়নের পথে এগুবে।

২. ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার দ্বারা সুনিপুণভাবে সম্পদের ব্যবহার।

৩. ২০৩০ সালের মধ্যে ভোক্তা এবং কৃষক পর্যায়ে জনপ্রতি প্রায় অর্ধেক খাদ্যের অপচয় কমানো এবং ফসল উত্তোলন পরবর্তী পর্যায়ে যে অপচয় হয় তা রোধ করা।

৪. ২০২০ সালের মধ্যে পরিবেশগতভাবে রাসায়নিক ব্যবহারের একটা কার্যকরী ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জন করা। যেসব রাসায়নিক পানি ও মাটিতে নিঃসরণে মানব জাতির স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতি করে সেসব রাসায়নিকের মাত্রা বহুলাংশে কমিয়ে আনা।

৫. জনগণের ক্রয় এবং আহরণের ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন করতে হবে।

৬. ২০৩০ সালের মধ্যে জনগণ যে যেখানে আছে তাদের প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং সচেতন হওয়ার সুযোগটাকে নিশ্চিত করতে হবে।

৭. স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগতভাবে সামর্থ্যবান করার জন্য শক্তিশালী করতে হবে, যাতে তারা লাগসই উৎপাদন ও ব্যবহার করতে পারে।

৮. স্থানীয় সংস্কৃতিকে উন্নয়ন করার জন্য কৌশলগত স্থাপনার উন্নয়ন করতে হবে, যাতে পর্যটনের অধিকতর বিকাশ ঘটে এবং সেই সাথে চাকরির সংস্থান ঘটে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৩-তম লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও এর টেকসই ব্যবহার।

লক্ষ্য-১৩ : জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ

বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল এবং দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত। এটা জাতীয় অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানো না গেলে সমাজ এবং রাষ্ট্রের জনগণের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যতে আরও চড়া মূল্য দিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব সম্পর্কে জনগণ অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। যার মধ্যে আবহাওয়া পরিবর্তনের নমুনা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের কর্মকান্ডের ফলে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হচ্ছে। যার ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন সংঘঠিত হচ্ছে। যেটা এখন ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করছে। যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে ২১ শতকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ ৩ ডিগ্রি অতিক্রম করেছে। এমনকি কোনো কোনো স্থানের তাপমাত্রা আরও বেশি অনুভূত হচ্ছে। ফলে হতদরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ, যা কোনো জাতীয় সীমানা মানে না। নির্গমন যেখানেই ঘটুক না কেন, তার প্রভাব সবখানেই ঘটে। এটা এমন একটা বিষয় যার নিষ্পত্তি আবশ্যক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বয় ও উন্নয়নশীল দেশে কম কার্বন সমৃদ্ধ অর্থনীতির বিকাশে আন্তর্জাতিক সহায়তা আবশ্যক। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে গত ডিসেম্বরে প্যারিসে (COP-21) সকল দেশের পক্ষ থেকে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

তথ্য ও উপাত্ত

১৮৮০-২০১২ পর্যন্ত গড়ে বিশ্ব তাপমাত্রা ০.৮৫ সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি ১ ডিগ্রি তাপমাত্রায় শস্যদানা ৫ শতাংশ কম উৎপাদন হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বিশ্বব্যাপী ভুট্টা, গম এবং অন্যান্য প্রধান শস্য ১৯৮১ হতে ২০০২ সাল পর্যন্ত উষ্ণতার কারণে ৪০ মেগাটন কম উৎপাদিত হয়েছে। সমুদ্রের উষ্ণায়ন, তুষারপাত এবং বরফ গলে যাওয়ার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং বরফ গলার ফলে ১৯০১ হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সমুদ্রের উচ্চতা ১৯ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং বরফ গলার হার অব্যাহত রয়েছে। গ্রিন হাউস গ্যাসের বর্তমান হারে নিঃসরণের ফলে এই শতাব্দীর শেষে বিশ্বের তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি বৃদ্ধি পাবে। ২০৬৫ সালের মধ্যে সমুদ্রের উষ্ণতা ২৪ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ২১০০ সালের মধ্যে ৪০ থেকে ৬৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিক বিরূপ প্রভাব আগামী কয়েক শতাব্দী থাকবে। বিশ্বব্যাপী কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ১৯৯০ সাল থেকে প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ হতে ২০১০ সালের মধ্যে গ্যাস নিঃসরণ বিগত তিন দশকের চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং ব্যবহারিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি কমানো সম্ভব। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ বান্ধব করা এবং প্রযুক্তির পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ন কমানো সম্ভব।

লক্ষ্য-১৩ এর অধীনে টার্গেটসমূহ

১. বিশ্বের সব দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস এবং পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের উপযোগী ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

২. জাতীয় নীতিমালাসমূহ, কৌশলাদী এবং পরিকল্পনার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের পরিমাপ পরিপূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ।

৩. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা, অভিযোজন, ক্ষতিকর প্রভাব কমানো এবং দুর্যোগের পূর্বাভাসের ওপর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সমতা বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ সংক্রান্ত শিক্ষার উন্নয়ন।

৪. জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের (UNFCCC) আওতায় উন্নয়নশীল দেশসমূহকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে যৌথভাবে ২০২০ সালের মধ্যে সম্ভাব্য সকল উৎস হতে ১০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা। উন্নয়নশীল দেশের চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং যথাশীঘ্র অর্থায়নের মাধ্যমে অর্থবহ প্রশমনের পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন।

৫. নারী, যুব এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ এবং ছোট ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রসহ উন্নয়নশীল দেশে কার্যকর জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং সমতা বৃদ্ধি করা।

লক্ষ্য-১৪ : সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও এর টেকসই ব্যবহার

পাঁচটি মহাসাগর ও তাদের তাপমাত্রা, রসায়ন ও জীব বৈচিত্র্য পুরো গ্লোবাল সিস্টেম পরিচালিত করে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলেছে। বৃষ্টিপাত, পানীয় জল, আবহাওয়া, জলবায়ু, উপকূলীয় অঞ্চল, আমাদের অনেক ধরনের খাদ্য উৎপাদন এমনকি অক্সিজেন সরবরাহও নিয়ন্ত্রণ করে যা প্রতিনিয়ত আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ু থেকে গ্রহণ করি। এসব কিছুর জন্যই আমরা সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল এবং এগুলো সমুদ্র দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, যুগে যুগে মহাসাগর ও সমুদ্রপথ বাণিজ্য ও চলাচলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য তাই এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি।

তথ্য ও উপাত্ত

৩ বিলিয়ন মানুষ তাদের জীবিকার জন্য সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীব বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী যে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদ ব্যবহার হয় এবং একে কেন্দ্র করে যে শিল্প গড়ে উঠেছে তার বাজার মূল্য প্রায় ৩ ট্রিলিয়ন ডলার, যা সারাবিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশ। এ পর্যন্ত সমুদ্রে প্রায় ২ লাখ প্রজাতির জীব শনাক্ত করা গেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সংখ্যা ১০ লক্ষাধিক হতে পারে। মানবসৃষ্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রায় ৩০ শতাংশ সমুদ্র শুষে নেয়, যা বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব অনেকখানি কমিয়ে দেয়। সমুদ্র পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রোটিনের উৎস; প্রায় ৩ বিলিয়নের বেশি মানুষ প্রোটিনের সরবরাহের জন্য সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ২০০ মিলিয়ন মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ওপর নির্ভরশীল।

মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদানের ফলে বহু মৎস্য প্রজাতি কমে যাচ্ছে এবং এর ফলে পৃথিবীর মৎস্য সম্পদ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান সংরক্ষণের পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে; যার ফলে প্রতিবছর মৎস্য সম্পদ থেকে আয় ৫০ বিলিয়ন ডলার কমে যাচ্ছে। মানুষের কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে বিশ্বের মহাসাগরগুলোর প্রায় ৪০ শতাংশ ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; মানুষের অবিবেচক কার্যকলাপের কারণে সমুদ্র প্রচন্ডভাবে দূষিত হচ্ছে, মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে এবং উপকূলবর্তী আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড (জুলাই-সেপ্টেম্বর' ২০১৬)

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

গত ২৪ আগস্ট, ২০১৬ স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ, আইসিবি শাখার উদ্যোগে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিবির উপ-মহাব্যবস্থাপক ও স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ, আইসিবি শাখার সভাপতি মিজ্ শুক্লা দাশ। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার। এছাড়াও স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ, অফিসার্স এসোসিয়েশন, বঙ্গবন্ধু পরিষদ (আইসিবি শাখা), আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ও আইসিবির সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় বক্তাগণ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন দর্শন, দেশপ্রেম ও স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়সহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ, বিশেষ অতিথি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কাঙালি ভোজ

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত কাঙালি ভোজে খাবার বিতরণ করছেন আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত কাঙালি ভোজে খাবার বিতরণ করছেন আইসিবির মহিলা নির্বাহীবৃন্দ ।

নবনিযুক্ত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ফুলেল শুভেচ্ছা ঃ

আইসিবির নবনিযুক্ত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস এস এম কামাল মহোদয় কে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ ।

আইসিবির ২০১৫-১৬ অর্থবছরের লভ্যাংশ ঘোষণা ঃ

আইসিবির ২০১৫-১৬ অর্থবছরের লভ্যাংশ ঘোষণা সভায় সভাপতিত্ব করছেন আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ ।

৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর প্রতিটি ১০ (দশ) টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের বিপরীতে ৩ (তিন) টাকা হারে নগদ লভ্যাংশ প্রদান অনুমোদিত হয়েছে। গত ২৪ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৪৯৮তম বোর্ড সভায় এ লভ্যাংশ ঘোষিত হয়। সভায় কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান এবং বোর্ডের অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পুঁজিবাজারে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও

আইসিবি এর প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই আকর্ষণীয় হারে লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে। উল্লেখ্য, আলোচ্য অর্থবছরে কর পরবর্তী নিট মুনাফা ৩৩১.৬৪ কোটি টাকা ও শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) ৫.২৪ টাকা। শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ৫৯.০৬ টাকা ও শেয়ার প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো ৪৩.৩৮ টাকা।

অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও আইসিবি ইউনিট ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা

৩০ জুন, ২০১৬ এ সমাপ্ত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জন্য ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং আইসিবি ইউনিট ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে ২০০% অর্থাৎ সার্টিফিকেট প্রতি ২০.০০ টাকা হারে এবং আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট প্রতি ৪৩.০০ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। ২৭ জুলাই, ২০১৬ তারিখ কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডে ফান্ড সংক্রান্ত সভায় এ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়। সভায় কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান এবং বোর্ডের অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে সার্টিফিকেট প্রতি ১৪.০০ টাকা এবং আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট প্রতি ৪২.৫০ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছিল। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের পুঁজিবাজারে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আইসিবির দক্ষ, বিচক্ষণ ও কার্যকর পত্রকোষ ব্যবস্থাপনার ফলে ফান্ডসমূহের বিপরীতে আকর্ষণীয় লভ্যাংশ ঘোষণা করতে পারায় বোর্ড গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে। অভিজ্ঞ ও পেশাদারী ব্যবস্থাপনার ফলে আকর্ষণীয় এ লভ্যাংশ প্রদান সম্ভব হয়েছে মর্মে বোর্ড অভিমত ব্যক্ত করে।

আইসিবি পরিচালিত অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও আইসিবি ইউনিট ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা সভায় সভাপতিত্ব করছেন কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ।

সপ্তম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড-কে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিমে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত সপ্তম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর জারিকৃত বিধিমালা অনুযায়ী মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের বিষয়ে মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের এক বিশেষ সভা ০৮ আগস্ট, ২০১৬ তারিখ, রোজ সোমবার, ফারস হোটেল এন্ড রিসোর্টস, ২১২, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০ এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান। আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, আইসিবির উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ট্রাস্টি কমিটির সদস্যবৃন্দসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইউনিট মালিক উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত ৯৯.৩২% ইউনিট মালিক স্কিমটিকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিমে রূপান্তরের পক্ষে প্রস্তাব সমর্থন করেন। আইসিবির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইসিবির প্রত্যেক ইউনিট মালিকদের অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস বিশেষত: আলোচ্য ফান্ডের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভায় কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপকগণ

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

কর্পোরেশনে একটি প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ কর্মীবাহিনী গঠন আইসিবির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইসিবি বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনানুযায়ী নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের জুলাই থেকে

সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ বিভিন্ন মেয়াদে দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- NAPD, BIBM, BICM, BIM, Rapport Bangladesh Ltd. এবং ICB এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আলোচ্য সময় কালে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ফ্রেমবন্দি কিছু স্মৃতিঃ

Auditing, Risk Management and Venture Capital Rules-2015

Long-Term Financing

Venture Capital as an Alternative Investment Fund

ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম

পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার জন্য সরকার বিশেষ সহায়তা তহবিল নামে ৯০০.০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে। আলোচ্য তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আইসিবির উপর অর্পণ করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণকে সহায়তার লক্ষ্যে উক্ত বিশেষ সহায়তা তহবিল হতে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউসকে আর্থিক সহায়তার বিবরণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

	আবেদন		মঞ্জুরি		বিতরণ		আদায়	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
মার্চেন্ট ব্যাংক	২৩	৪৬৩.১০	২২	৪৬০.৬৭	১৮	৪২৮.৩৫	১৮	৩৬০.৫৮
ব্রোকারেজ হাউস	২৫	২৮০.০৭	২১	২২২.৫১	১৬	২১৩.৭৪	১৬	১৫১.২১
মোট	৪৮	৭৪৩.১৭	৪৩	৬৮৩.১৮	৩৪	৬৪২.০৯	৩৪	৫১১.৭৯

আইসিবি শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই): জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬

(টাকায়)

	প্রারম্ভিক	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সমাপণী
জুলাই	১০৭.৯	১০৮.৯	১০৪.৫	১০৫.১
আগস্ট	১০৪.৮	১০৯.৬	১০৪.৭	১০৪.৭
সেপ্টেম্বর	১০৪.৮	১০৫.৯	১০৩.১	১০৪.৭

আইসিবি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের সুদের হার

ঋণ ও অগ্রিমের ধরণ	পরিবর্তিত সুদের হার (%) (কার্যকর হওয়ার তারিখ ০১ এপ্রিল ২০১৬)
বিনিয়োগ হিসাবে প্রদত্ত ঋণ (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে)	১২.০০
ব্রিজিং লোন, ডিবেঞ্চার ক্রয়, অগ্রাধিকার শেয়ার লিজ অর্থায়ন এবং কনজ্যুমার ক্রেডিট স্কিম	১৩.৫০
আইসিবি ইউনিট/এএমসিএল ইউনিট/ আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম	১২.৫০

৩০-০৯-২০১৬ তারিখে আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য

ফান্ডের নাম	শুরু হওয়ার তারিখ	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	পুনঃক্রয়মূল্য (টাকা)
আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১০ এপ্রিল, ১৯৮১	-	২৪২.০০
আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড	২১ জুন, ২০০৩	২২৫.০০	২২০.০০
আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ড	১৮ অক্টোবর, ২০০৪	১৭৫.০০	১৭০.০০
বাংলাদেশ ফান্ড	১০ অক্টোবর, ২০১১	১০০.০০	৯৭.০০
আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড	২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪	০৯.৬০	০৯.৩০
আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড	১৭ মে, ২০১৫	১০.৩০	১০.০০
১ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৮ মার্চ, ২০১৬	১০.০০	০৯.৭০
২য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৭ এপ্রিল, ২০১৬	১০.০০	০৯.৭০
৩য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মে, ২০১৬	১০.০০	০৯.৭০
৪র্থ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মে, ২০১৬	১০.০০	০৯.৭০
৫ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মে, ২০১৬	১০.০০	০৯.৭০

যোগদান

নবনিযুক্ত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৩১২.১২.০০২.১৬-২১৫ নম্বরযুক্ত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক জনাব এস এস এম কামাল ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি ১৯৮৫ সালের ১২ জুলাই সিনিয়র অফিসার হিসেবে জনতা ব্যাংক লি: এ যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে জনতা ব্যাংক লি: এর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমান পদে পদোন্নতির পূর্বে তিনি জনতা ব্যাংক লি: এর মহাব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জনাব এস এস এম কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি পেশাগত ও অন্যান্য কাজে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেছেন।

অবসর গ্রহণ

কর্মজীবনের সায়াহ্নে প্রতিবছর আইসিবি থেকে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৬ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে কর্পোরেশন থেকে ১২.০৭.২০১৬ তারিখে জনাব কফিল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী (কর্পোরেশনের প্রাক্তন উপ-মহাব্যবস্থাপক, অবসর গ্রহণ কালে কর্মসংস্থান ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক), ১৪.০৮.২০১৬ তারিখে জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মদ (মহাব্যবস্থাপক), ১১.০৭.২০১৬ তারিখে জনাব আখতার হোসেন সরকার (সহকারী মহাব্যবস্থাপক), ২৯.০৯.২০১৬ তারিখে জনাব আব্দুল হক মিয়া (সহকারী মহাব্যবস্থাপক) এবং ০৪.০৮.২০১৬ তারিখে জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান (সিনিয়র ডেসপাচার) অবসর গ্রহণ করেছেন। আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের সুখ, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের বিদায় অনুষ্ঠানের ফ্রেমবন্দি কিছু স্মৃতি:

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি

বাংলাদেশের উন্নয়নশীলতা এবং বিশ্বব্যাপী অগ্রগতির মডেল হিসাবে পরিচয় স্বরূপ বিগত কয়েক বছর গড়ে ৭ শতাংশ হারে জিডিপি অর্জন উল্লেখ্য। বাংলাদেশের এই উন্নয়নের পেছনে প্রধান কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শিল্প বিশেষত গার্মেন্টস শিল্পের প্রভূত উন্নয়ন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো বিপুল পরিমান রেমিটেন্স ও তার যথার্থ ব্যবহার, সেবা খাতের সম্প্রসারণ ও অগ্রগতি, কৃষি ও কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং সমগ্র দেশজুড়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রয়েছে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকেও। বাংলাদেশের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালীন মুখ্য অর্জনসমূহ হচ্ছে মূল্যস্ফীতির হ্রাস এবং বৈদেশিক রিজার্ভ ৩১ হাজার মিলিয়ন এর কোঠায় পৌঁছানো। এছাড়াও জুলাই ২০১৬ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৬ ত্রৈমাসিক এর অন্যান্য অর্থনৈতিক অর্জনের মাঝে রয়েছে রপ্তানি আয়ের বৃদ্ধি এবং ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যবৃদ্ধি ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স অনুযায়ী বিগত ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক এর জাতীয় পর্যায়ের মূল্যস্ফীতি এর তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শিত হলঃ

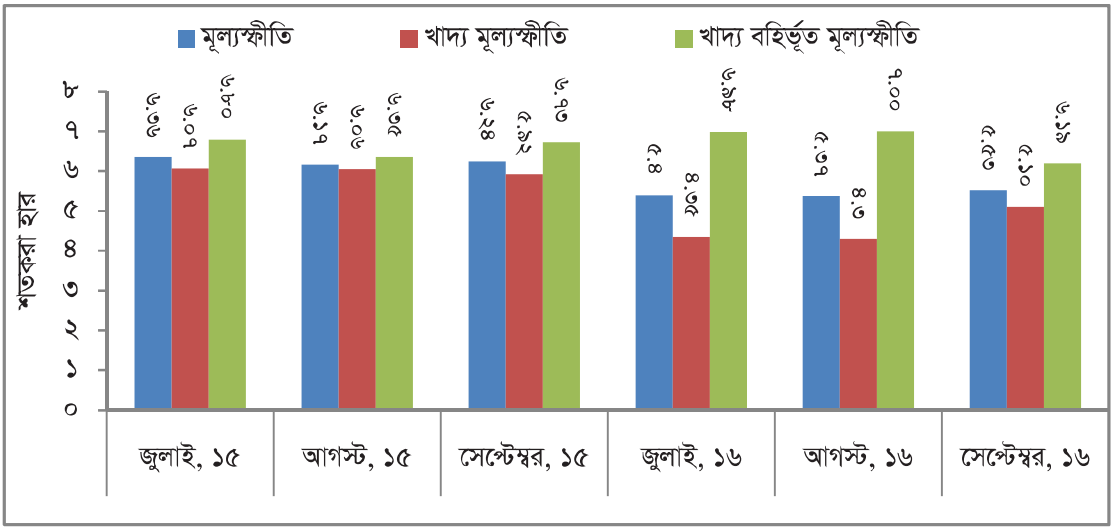

বিগত ০২.০৬.২০১৬ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য মোট ৩,৪০,৬০৫ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট পেশ করেন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ২,৪২,৭৫২ কোটি টাকা অনুমিত হয়েছে যার মধ্যে এনবিআর কর বাবদ আয় ধরা হয়েছে ২,০৩,১৫২ কোটি টাকা। মোট বাজেট ঘাটতি ৯৭,৮৫৩ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বৈদেশিক উৎস হতে ৩৬,৩০৫ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৬১,৫৪৮ কোটি টাকা অর্থায়নের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে মোট বরাদ্দের ২৮.৩ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে যার মাঝে মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাত) বরাদ্দ করা হয়েছে ২৫.২ শতাংশ। ভৌত অবকাঠামো খাতে মোট বরাদ্দের ২৯.৭ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে যার মাঝে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ১৩.৬ শতাংশ, যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে ১০.২ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৪.৪ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে। সাধারণ সেবা খাতে মোট বরাদ্দের ২৪.৫ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে যার মাঝে পিপিপি, বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা ও ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য ২.২ শতাংশ, সুদ পরিশোধ বাবদ ১১.৭ শতাংশ এবং নিট ঋণদান ও অন্যান্য ব্যয় খাতে ৩.৫ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য ১,১০,৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং জিডিপির পরিমাণ ১৯,৬১,০১৭ কোটি টাকা ধারণা করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ অর্জন এবং মূল্যস্ফীতি ৫.৮ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে ডলার প্রতি টাকার মূল্য ৭৮.৪০ টাকায় দাঁড়িয়েছে যা বিশ্ববাজারে টাকার মূল্যের ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ। বৈদেশিক রিজার্ভ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে ৩১,৩৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ দাঁড়িয়েছে যা জুন ২০১৬ শেষে ছিল ৩০,১৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ জুলাই ১৬ - সেপ্টেম্বর ১৬ ত্রৈমাসিকে প্রতি মাসের শেষ কর্মদিবস অনুযায়ী ইনডেক্স ও বাজার মূলধনের পরিবর্তন অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হল:

স্টক এক্সচেঞ্জ	বিবরণ	৩১ জুলাই, ২০১৬	৩১ আগস্ট, ২০১৬	২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ	ডিএসইএক্স ইনডেক্স	৪৫২৫.৩৪	৪৫২৬.৫৭	৪৬৯৫.১৮
	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	৩২০৭৩৬.৮৫	৩১৯২৫৬.০৪	৩২৮১৯০.৯৪
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ	সিএসসিএক্স ইনডেক্স	৮৪৭১.৬৩	৮৪৬২.১৫	৮৭৮৫.৮৫
	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	২৫৪৮০.০৫	২৫২৯৫.৮৮	২৬১২৫.২১

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক এর রেমিটেন্স আয় ও রপ্তানি আয়ের সাথে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক এর রেমিটেন্স আয় ও রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে বর্ণিত হলঃ

(মিলিয়ন ডলারে)

খাতসমূহ	২০১৫-১৬ অর্থবছর			২০১৬-১৭ অর্থবছর		
	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর
রেমিটেন্স আয়	১৩৮৯.৫৬	১১৯৫.০২	১৩৪৯.০৬	১০০৫.৫১	১১৮৩.৬১	১০৪৩.০০
রপ্তানি আয়	২৬২৫.৯৩	২৭৫৮.৪১	২৩৭৪.৬৫	২৫৩৪.৩১	৩৩০৩.৫০	২২৪১.০১

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর এর বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি ১১২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর এর বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি ২৩৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৬ এ মোট টাকার যোগান দাঁড়িয়েছে ৯৩,১৫,২৩২ মিলিয়ন টাকা যা বিগত বছরের একই মাসের তুলনায় প্রায় ১৩ শতাংশ বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ৪.২১% এবং জুলাই-আগস্ট মাসে বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় আমদানি ৭.৪২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে একটি ক্রান্তিকালীন অবস্থার মাঝ দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সকল প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে নাম লিখিয়েছে। বিগত বছরসমূহের মত আগামী বছরসমূহেও উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেই সবাই আশাবাদী। তবে উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে হলে সরকারি উদ্যোগের সাথে সাথে জনগণ, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি খাতসমূহের সমন্বিত প্রচেষ্টা আবশ্যক। এটা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকার সাথে সাথে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং আশা করা যায় এ ধরণের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বাংলাদেশের উন্নয়ন অধিকতর গতিশীল হবে ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দিকে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে।

সূত্র ঃ

1.www.bb.org.bd
2.www.bbs.gov.bd
3. www.dsebd.org
4. www.cse.com.bd

পুঁজিবাজার

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ প্রান্তিকের শুরুতে ডিএসই-এর ব্রড ইনডেক্স ছিল ৪৪৯৫.১৯ যেখানে বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন ছিল যথাক্রমে ৩১৭০০১২.৩৩ ও ২০৯৫.৪৯ মিলিয়ন টাকা। পরবর্তীতে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ডিএসই-এর ব্রড ইনডেক্স দাঁড়ায় ৪৬৯৫.১৯ তে এবং বাজার মূলধনায়ন ও লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২৮১৯০৯.৪৭ ও ৬৮১৬.০২ মিলিয়ন টাকায়। পক্ষান্তরে, প্রান্তিকের শুরুতে সিএসসিএক্স ইনডেক্স ছিল ৮৩৮৭.৬৬ যেখানে বাজার মূলধনায়ন ও লেনদেন ছিল যথাক্রমে ২৪৯৮২৮১ ও ১১৪.৯৮ মিলিয়ন টাকা। পরবর্তীতে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে সিএসসিএক্স ইনডেক্স দাঁড়ায় ৮৭৮৫.৮৬ তে এবং বাজার মূলধনায়ন ও লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৬১২৫২১ ও ৩২৪.৪৫ মিলিয়ন টাকায়।

এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬

তারিখ	ডিএসই					সিএসই				
	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	ডিএসইএক্স ইনডেক্স	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	সিএসসিএক্স ইনডেক্স
১০-০৭-২০১৬	৫৩০৯২	৭৫৯০০০০৭	২০৯৫.৪৯	৩১৭০০১২.৩৩	৪৪৯৫.১৯	৬৮৪২	৫০৮৮৯৯৪	১১৪.৯৮	২৪৯৮২৮১	৮৩৮৭.৬৬
১৪-০৭-২০১৬	৯৭৬৮১	১২০৫৯৯৬৯৯	৪৫০৩.২১	৩১৯৮১২৬.৬১	৪৫৩৮.০০	১১৭৪৮	৯৯৬৬৬৯১	২৩৮.৭৮	২৫২৪৯২৫	৮৪৭৭.৫৩
২১-০৭-২০১৬	৯৯৬৮৫	১০১০৭৬৮৮৭	৪০৭৭.৭০	৩২১২৮৪১.০০	৪৫৫২.৯৩	১০৫৮০	৯৮৪৮৯৮৮	২৬৯.৩৯	২৫৪৭৯৪৭	৮৫২৮.১৩
২৮-০৭-২০১৬	৯৬৯৫৭	৯০০০৬৭২৩	৩৭৫৫.৮	৩২২২৪৪৬.১৮	৪৫৩৮.২৬	১০৭০৫	২০৪০৭৯৭১	৪২১.৫৬	২৫৬১৯২০	৮৪৯৯.২৬
০৪-০৮-২০১৬	১১২২৩০	১০৭৫৩৬২৩৪	৪৪২৮.৬২	৩২৩৩০১৯.১৮	৪৫৭৭.৫৮	১২০৮৪	৯০৬৯৩৮৭	২৬৯.০৪	২৫৭০১২৪	৮৫৬৫.২৭
১১-০৮-২০১৬	১২৪৯৫১	১১৭৭৫৫০৬০	৫০০৯.৫০	৩২৩০৯৩৯.৫২	৪৫৭৪.৩৬	১২০৬৫	৮৫৭৬৮৯০	২৬৯.৪১	২৫৭১০৩৬	৮৫৬২.০৯
১৮-০৮-২০১৬	১৩০৮৪৯	১২৮৪৬৮৯২৮	৫১১৯.০৪	৩২৩০০৮৫.৮৩	৪৫৮৫.০৮	১২৫০১	৮২৩৪১৫০	২৭৯.৭৩	২৫৭৫৮৯৪	৮৫৮৩.৭৩
২৪-০৮-২০১৬	১২৫৪৮২	১০৬৩৭৩১৪২	৪৯৬১.২৮	৩২১১৫৮৩.৪৮	৪৫৫৪.২৭	১১২৯৯	৭৬১০৫৪৩	২৪৩.০৯	২৫৫৫৭৩০	৮৫২১.২৮
০১-০৯-২০১৬	৯৯৪১৫	১১৫০৫০৯৮০	৪০৭২.২৩	৩২০৫০৭২.৫৪	৪৫৪৯.০৪	৯১৭৮	৭৪৫৫৫১১	২০৯.৪২	২৫৩৮৯০২	৮৫০২.৫০
০৮-০৯-২০১৬	১০০৭৯৫	১২৯৫৯০৪৩৩	৪৮০৭.৫০	৩২৩২৩৮৪.১৭	৪৬০১.০৯	১১১১২	৯০২৩২৬৪	২৭৭.২৮	২৫৭০১৪১	৮৬১৭.২০
১৮-০৯-২০১৬	৮০৪৪৩	৮৬১০৯৭৮৯	৩১৪৯.২১	৩২৪০৮৯৭.৭৩	৪৬২৩.৯৮	৮৭০৩	৮৫২২২৪২	৩৫১.৪২	২৫৭২৯৩১	৮৬৫২.৪৩
২২-০৯-২০১৬	১২৯৬২৭	১৫৮০৯৯৬৯৯২	৫৫৫২.১৫	৩২৬৪২৯২.১৭	৪৬৬৫.৩৫	১৬৩৬২	১২১৭২৯৯২	৪১০.৩৪	২৫৯৯৭১৩	৮৭২৭.৩৬
২৯-০৯-২০১৬	১২৩৮৭৯	১৯৫৩৪১৬৩৫	৬৮১৬.০২	৩২৮১৯০৯.৪৭	৪৬৯৫.১৯	১৩৯৭৪	১১২৯৪৭০৩	৩২৪.৪৫	২৬১২৫২১	৮৭৮৫.৮৬
দৈনিক গড় (জুলাই-সেপ্টেম্বর),২০১৬	১০৭৩৬৮.৯৬	১২০১৬১২৪৯.০৭	৪৫২৫.৮৭			১১৪১৪.৭৫	৯১৬৬৪০৯.৯১	২৮১.৯৬		

বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %
১	গ্রামীণফোন লি.	৩৬৪৩১০.৯৫	১৩.৪৫	গ্রামীণফোন লি.	৩৬৪১৭৫.৯০	১৪.১০
২	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লি.	১৬৭৪৯৫.৩৫	৬.১৯	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লি.	১৬৭৪৩৩.০০	৬.৪৮
৩	বিএটিবিসি	১৫১১৪৬.০০	৫.৫৮	বিএটিবিসি	১৫০১৫০.০০	৫.৮১
৪	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড	৯১৯৮০.৭৮	৩.৪০	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড	৯২০৯৬.৯০	৩.৫৭
৫	আইসিবি	৬৬৩৮২.০৩	২.৪৫	আইসিবি	৬৬৭৬১.৭০	২.৫৯

লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	মোট লেনদেনের %	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	মোট লেনদেনের %
১	ডরেন পাওয়ার	২০৮.৯৯	৩.৪৪	ইসলামী ব্যাংক	৩০.০৫	৫.৫৫
২	এমজেএলবিডি	১৯৬.৬৭	৩.২৩	একমি ল্যাবরেটরিজ	২৮.৩১	৫.২৩
৩	লংকাবাংলা	১৯৪.৯৩	৩.২১	কেডিএস এক্সেসরিজ	২৫.২৪	৪.৬৬
৪	সিটি ব্যাংক	১৯১.৫৭	৩.১৫	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট	২১.১৩	৩.৯০
৫	বিবিএস	১৭৮.৪০	২.৯৪	ইয়াকিন পলিমার	২০.০২	৩.৭০

সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

ক্র. নং	কোম্পানির নাম	প্রকৃত ইপিএস (টাকা)	পি/ই
১	বিএটিবিসি	৯৭.৯০	২৫.৭৩
২	গ্লাক্সোস্মিথক্লাইন	৬৮.৯৯	২৩.২১
৩	বার্জার পেইন্টস	৬৪.৩৭	৩৬.০২
৪	স্টাইলক্রাফট	৬২.৫৭	১৯.০৪
৫	বাটা সু	৬০.৮০	১৯.৪১

সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)
১	ফ্যামিলিটেক্স (বিডি) লি.	২.৭৮	২.৯৮	ফ্যামিলিটেক্স (বিডি) লি.	৩.৫৬	২.৯৮
২	সি এন্ড এ টেক্সটাইল লি.	৪.০৭	২.০৯	সাউথইস্ট ব্যাংক	৪.১৮	৪.১৮
৩	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৪.৫৮	২.১২	সি অ্যান্ড এ টেক্সটাইল	৪.৭৮	২.০৯
৪	ন্যাশনাল ব্যাংক লি.	৪.৬৮	১.৯৬	এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক লি.	৪.৮১	১.৭৫
৫	শাশা ডেনিমস্ লি.	৪.৭৪	৭.৪৭	তিতাস গ্যাস	৫.০১	৮.৯৮

তালিকাভুক্ত কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ

কোম্পানির নাম	অনুমোদিত মূলধন (কোটি টাকায়)	পরিশোধিত মূলধন (কোটি টাকায়)	শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান (শতকরা হারে)					নিট লাভ (কোটি টাকায়)	সমাপণী মূল্য (টাকায়)*	শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকায়)	পি/ই রেশিও
			পরিচালক	সরকার	ইন্সটিটিউশন	বৈদেশিক	জনসাধারণ					
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	৪০০	১০৮.২০	০	৫৮.৬৭	২৫.৪০	০	১৫.৯৩	২০৩.৪৭	১৮৩.৬০	৭৪.৫১	১৮.৮০	৯.৭৬
সিটি ব্যাংক লিমিটেড	১০০০	৮৭৫.৮০	২৮.৮৮	০	২৩.৩৮	২.৬৬	৪৫.০৮	৩৫৯.৩১	২৪.৪০	২৮.০৭	৪.১০	৫.৯৫
লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড	১৪০০	১১৬১.৪০	৬৪.৬৪	০	১৩.১৮	১.৫৮	২০.৬০	২২৮.৯৫	৭৯.২০	১২.৩৭	১.৯৭	৪০.১৭
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড	১০০০	৬২৩.৬০	৫৩.৫২	০	১০.৮৫	১৫.৮৫	১৯.৭৮	৫৯৮.৩৮	২৬৮.৬০	৪৯.৮৬	৯.৬০	২৭.৯৯
তিতাস গ্যাস.ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	২০০০	৯৮৯.২০	০	৭৫	১৭.৮৫	০	৭.১৫	৮৮৮.৬০	৪৮.০০	৫৮.৩৬	৮.৯৮	৫.৩৪

সূত্র: ডিএসই মাসিক রিভিউ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।
* ২০.০৯.২০১৬ তারিখে

বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

		৩০ জুন ২০১৬	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬	পরিবর্তন (%)
বাংলাদেশ				
	ডিএসইএক্স	৪৫০৭.৫৮	৪৬৯৫.১৯	৪.১২
	সিএসসিএক্স	৮৩৯৬.৬৪	৮৭৮৫.৮৬	৪.৬৪
এশিয়া				
টোকিও	নিক্কি ২২৫	১৫৫৭৫.৯২	১৬৪৪৯.৮৪	৫.৬১
হংকং	হ্যাং সেং	২০৭৯৪.৩৭	২৩২৯৭.১৫	১২.০৪
বোম্বে	এস অ্যান্ড পি বিএসই সেনসেক্স	২৬৯৯৯.৭২	২৭৮৬৫.৯৬	৩.২১
সাংহাই	এসএসই কম্পোজিট ইনডেক্স	২৯২৯.৬১	৩০০৪.৭০	২.৫৬
ফিলিপাইনস্	পিএসইআই	৭৭৯৬.২৫	৭৬২৯.৭৩	-২.১৪
থাইল্যান্ড	এসইটি	১৪৪৪.৯৯	১৪৮৩.২১	২.৬৫
শ্রীলংকা	কলম্বো স্টক এক্সচেঞ্জ অল শেয়ার ইনডেক্স	৬২৮৩.২৭	৬৫৩৪.৭৭	৪.০০
ইউরোপ				
লন্ডন	এফটিএসই ১০০	৬৫০৪.৩৩	৬৮৯৯.৩৩	৬.০৭
ডয়চে বোর্স	ডিএএক্স	৯৬৮০.০৯	১০৫১১.০২	৮.৫৮
ইউরো নেক্সট প্যারিস	সিএসি-৪০	৪২৩৭.৪৮	৪৪৪৮.২৬	৪.৯৭
আমেরিকা				
ইউএসএ	নাসডাক কম্পোজিট	৪৮৪২.৬৭	৫৩১২.০০	৯.৬৯
	ডিজেআইএ	১৭৯২৯.৯৯	১৮৩০৮.১৫	২.১১
	এস অ্যান্ড পি-৫০০	২০৯৮.৮৬	২১৬৮.২৭	৩.৩১
ব্রাজিল	বোভেসপা	৫১৫২৬.৯৩	৫৮২৭১.৩৬	১৩.০৯

সূত্র: http://finance.yahoo.com/; http://www.set.or.th/en/market/market_statistics.html; http://www.pse.com.ph/stockMarket/marketInfo-marketActivity.html

পাঠশালা

Financial Statement Analysis

Financial Statement Analysis is the method of reviewing and analyzing a company's accounting reports or financial statements in order to evaluate its past, present or projected future performance. In another word, financial statement analysis can be referred as a process of understanding the risk and profitability of a company by analyzing reported financial information, especially annual and quarterly reports.

Main purpose of financial statement analysis are: (1) To utilize information about the past performance of the company for predicting future performance (2) To identify problem areas and troubleshoot those and, (3) Financial statement analysis helps for better economic decision making.

Globally, publicly listed companies are required by law to file their financial statements with the relevant authorities. They are also obligated to provide their financial statements in the annual report that they share with their stakeholders. There are three main types of financial statements: the Balance Sheet, Income Statement and Cash Flow Statement. The balance sheet is a snapshot of the company's assets, liabilities and shareholders equity, at the end of a specified date. The income statement summarizes the revenues and expenses generated by the company over the entire reporting period. The cash flow statement provides an overview of the company's cash flows from operating activities, investing activities and financing activities. By using these statements together analysts, managers, investors and other respective users can track performance of the entity using several different methods of financial statement analysis.

Methods of Financial Statement Analysis

Some important methods of analyzing financial statements are explained below:

Horizontal Analysis

Horizontal analysis is the comparison of financial information of a company with historical financial information of the same company over a number of reporting periods. The main purpose is to see if the figures are high or low in comparison to past records. This analysis is also called dynamic analysis or trend analysis or time-series analysis.

Vertical Analysis

Vertical analysis is conducted on financial statements for a single time period only. Each item in the statement is shown as a base figure of another item in the statement, for a given time period, usually for year. Typically, this analysis means that every item of an income and loss statement is expressed as a percentage of gross sales, while every item of a balance sheet is expressed as a percentage of total assets held by the firm. Vertical analysis is also called static analysis or

common size financial statement analysis. This type of analysis is used for easy interpretation of financial statement by viewing the income statement and balance sheet in a percentage form.

DuPont Analysis

The name DuPont Analysis came from the DuPont Corporation which started using this formula in the 1920s. The DuPont analysis breaks down Return on Equity (The returns that investors receive from the firm) into three distinct elements. DuPont analysis determines what is driving company's return on equity.

Basic formula used for DuPont Analysis is:

Ratio	Break – Ups for DuPont Analysis	Explanation
Return on Equity	= Net Profit/Equity = (Net profit/Sales) x (Sales/Assets) x (Assets/Equity) = (Profit margin) x (Asset turnover) x (Equity multiplier)	**Profit Margin:** Shows profitability. **Asset Turnover:** Shows asset use efficiency. **Equity Multiplier:** Shows financial leverage.

Industry Analysis

Industry analysis involves comparing a company to other companies in the same industry in order to see how the company is performing financially compared to the industry. Industry analysis is also termed as benchmarking.

Ratio Analysis

Ratio analysis is a quantitative analysis of information contained in a company's financial statements. Ratio analysis is based on line items in financial statements. Different ratio types are explained below:

Ratio Type	Explanation	Examples
Liquidity Ratios	Measures the ability of a company to remain in business.	Cash coverage ratio, Current ratio, Quick ratio, Liquidity index etc.
Activity Ratios	Indicator of the quality of management, since they reveal how well management is utilizing company resources.	Accounts payable turnover ratio, Accounts receivable turnover ratio, Fixed asset turnover ratio, Inventory turnover ratio, Sales to working capital ratio, Working capital turnover ratio etc.
Leverage Ratios	Reveals the extent to which a company is relying upon debt to fund its operations and its ability to pay back the debt.	Debt to equity ratio, Debt service coverage ratio, Fixed charge coverage etc.
Profitability Ratios	Evaluate company's performance in profit generation.	Break-even point, Contribution margin ratio, Gross profit ratio, Margin of safety, Net profit ratio, Return on equity, Return on net assets, Return on operating assets etc.

অভিব্যক্তি

অনন্য মানুষের পথে

আয়শা সুলতানা
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, খুলনা শাখা, আইসিবি

আমরা যা চর্মচক্ষু দ্বারা দেখি, তা অন্ধের হাতি দেখার মত। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দেখি। একটা বস্তুর একটা একটা অংশ দেখলে সম্পূর্ণ বস্তু দর্শন হয় না। সে দর্শন ভুল দর্শন। ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সঠিক পথ লাভ সম্ভব নয়। তাহলে সম্পূর্ণ অংশ দেখবার উপায় কি? নির্মল মন। অনন্য মানুষ হওয়া। সরল পথে চলা। যে পথের কথা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে

(প্রভু হে!) সাফল্যের সরল পথে
তোমার প্রিয়জনদের পথে
আমাদের পরিচালিত করো। (সুরা ফাতিহা)

সরল পথ কোনটি? যে পথের নামই 'সরল পথ' সেখানে কেন এত প্রতিবন্ধকতা, কেন এত বাধা! আমরা একটু চিন্তা করলে দেখব এই প্রতিবন্ধকতা আমাদেরই সৃষ্টি।

প্রতিদিন আমরা খাবার খাই, প্রার্থনা করি, অফিস যাই, পড়ালেখা করি। এসব দৈনন্দিন কাজগুলো করার মধ্য থেকেই অনন্য মানুষের পথে যাত্রা করার কৌশল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। খাবার খাওয়া শরীরের ধর্ম। লোভ মনের ধর্ম। নির্লোভ হয়েও খাবার খাওয়া যায়। সম্পদ, বিষয়াদি জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজন। অনাসক্ত হয়েও বিষয়াদি ভোগ করা যায়। বিশ্রাম এবং অলসতা এক নয়। অলসতা না করেও বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব।

চারদিকে এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের উপর রাগ, ক্ষোভ, হিংসা–এ নিয়েই হয়ত পাশাপাশি চলছি, কাজও করছি। সপ্তাহে অন্তত একজনকে নির্দিষ্ট করি। যার উপর থেকে রাগ, ক্ষোভ, হিংসা বিদ্বেষ সরিয়ে নিয়ে পরম মমতার সাথে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারি। প্রতিদিনই তাকে একটু একটু করে ক্ষমা করতে থাকি। পরের সপ্তাহে আরও একজনকে। কয়েক সপ্তাহ নিজের ভেতর ক্ষমা করার এই চর্চা চালালে দেখা যাবে নিজের জন্য তিক্ত ঐ অনুভূতিগুলো ভেতরে একেবারেই নেই। মন ফুরফুরে, প্রফুল্ল সেই সাথে শরীরও। আমরা আমাদের অজান্তে তিক্তকর আবেগগুলো অন্তরে পুষি। বুঝতেই পারি না এগুলোর কারণেই শারীরিক অসুস্থতা।

ক্ষমা করার মত ক্ষমা চাইতে পারাটাও একটা মানবিক গুণ। অসদাচারণ, অহম, রাগ–এগুলোর কারণে আমরা নিজেদেরকে অনেক সময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না। কখনও জেনে কখনও না জেনে অন্যের কষ্টের কারণ হই। মাসে অন্তত একবার একজনের কাছে অন্তর থেকে ক্ষমা চাওয়ার অনুশীলন করতে পারি।

পনের দিনে একদিন অন্তত আশেপাশের চিরচেনা কোন একটি মানুষের প্রশংসা করতে পারি। সে প্রশংসা হবে নির্ভেজাল। কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নয়। কারণ আমরা অনেক সময় প্রশংসা করতেই ভুলে যাই। অথবা অন্যের প্রশংসা শুনলে ভেতরে কেমন যেন জ্বালা অনুভূত হয়। আবার কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতনদের প্রশংসা করার ক্ষেত্রে আমরা অকৃপণ হলেও অধস্তনদের বেলায় খুবই কৃপণতা দেখাই। এটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়। ছোট-বড়, আপন-পর নির্বিশেষে অপরের নিঃস্বার্থ প্রশংসা নিয়ে যেতে পারে অনন্য মানুষের সরল পথে।

নিজের অনেক ছোট খাট অভ্যাস যা ভুল/ক্ষতিকর জেনেও ত্যাগ করতে পারছি না। একটু মন স্থির করে নিজেকে অবলোকন করি। অল্প থেকে অধিক গুরুতর-মাত্রা ভেদে ক্রমানুযায়ী নিজের কু-অভ্যাসগুলি লিখে ফেলি। এরপর লক্ষ্য স্থির করি। নিজেকে কথা দিই কমপক্ষে একটি কু-অভ্যাস আমি বর্জন করব। সেটি হতে পারে বেশি/অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, হতে পারে অপচয় করা, খাবারে একটু বেশি অসংযমী হওয়া, টিভি সিরিয়াল মিস্ না করা, ফেসবুকে সময় খরচ করা, অলসতা এড়াতে না পারা, অন্যের বিরক্তি ঘটিয়ে মোবাইল ফোনে অপ্রয়োজনে কথা বলা ----- দেখা যাবে নিজের কু-অভ্যাস লিখে পাতা ভরে যাচ্ছে, তবু লিখে শেষ করা যাচ্ছে না। আসলে আমরা নিজেদের দিকে তাকাই না। তাকালে দেখতে পেতাম মানুষ নিজের কুঅভ্যাস দ্বারা নিজের কাছেই প্রতিনিয়ত পরাজিত হয়। করণীয় কি? তালিকার মধ্য থেকে অন্তত একটি অভ্যাস ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করি নিজের কাছে। সময় তিন মাস। প্রয়োজনে আরো তিন মাস বাড়ানো যেতে পারে। একসময় উপলব্ধি করব ঐ একটা অভ্যাসের সাথে আরও অনেক কু-অভ্যাস নিজের স্বভাব থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে।

এভাবে জীবনের দায়িত্ব একটু একটু করে নিজেই গ্রহণ করে সরল পথে এগিয়ে যেতে পারি। হয়ে উঠতে পারি অনন্য। ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার, ভয় দূর হয়ে অন্তর ভরে উঠতে পারে মানবিকতার আবেগে।

আজ আমরা যা করছি তাই আমার ভবিষ্যৎ/পরকাল নির্মাণ করছে। অতীত যা সেতো অতীতেই রয়ে গেছে। অতীতের ব্যর্থতা, রাগ, দুঃখ, গ্লানি, শোক, ক্লান্তি এগুলো অতীতের। অতীতের স্বার্থপরতা বা সিদ্ধান্তহীনতা বর্তমানের শ্রম, উপলব্ধি, স্রষ্টার প্রতি শুকরিয়া, নিজের ও অন্যের প্রতি সততা অর্থাৎ অনন্য মানুষের পথ চলাকে থামিয়ে দিতে পারে না। তাই সরল পথে–অনন্য মানুষের পথে যাত্রা শুরু হোক আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে। পরম করুণাময় আমাদের প্রত্যয়ী রাখুন, পরিশ্রমী করুন, কবুল করুন।

বি. দ্র. অভিব্যক্তি বিভাগের লেখাসমূহ সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব মতামত।

ইয়াংস্টারস্

মোঃ আকবর হোসেন
অফিস সহায়ক
ইইএফ উইং, আইসিবি

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দু' নয়নে

বাংলার জন্য হয়েছিল জন্ম বঙ্গবন্ধুর
শোকাহত মাসে স্মৃতিতে বাঁধা রক্ত বিন্দু।
দেশের জন্য যিনি বিশ্ব করেছেন বিচরণ
সভ্য দেশবাসী জানে তাঁর সব আচরণ।

বাংলার জন্য ছুটতেন পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণে
কোথায় কিভাবে হবে জয়, ভাবতেন মনে মনে।
তিনি ভাবতেন শিশুরা হয়ে উঠবে বড় বিদ্বান
নিরক্ষর থাকবেনা দেশ অর্জন করবে জ্ঞান।

শোকাহত মাসে মনে হয় কি যেন হারিয়েছি মোরা
ভুলবনা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সেই রক্তের স্রোতধারা।
তিনি সঠিক সময়ে দিতেন তাঁর কণ্ঠে ভাষণ
এদেশ আমাদের থাকবে করতে পারবেনা কেউ শোষণ।

ভুলিনি মোরা বিশ্বাস ঘাতকদের সেই অভিনয়
দেশকে কি ভালবাসলো, কি দিল পরিচয়?
১৫ই আগস্ট রক্তাক্ত হয়েছিল তাঁর বাসভবন
বার বার কেঁদে উঠে বাঙালির মন।

বছর বছর ধরে চলছে শোকাহত এ মাস
সোনার বাংলায় স্বাধীন বাঙালির বসবাস।
দেশ এগিয়ে গেছে তাঁর সেই ভাষণে
সোনার বাংলা দেখি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দু'নয়নে।

Mashiat Mubasshira
Viqarunnisa Noon College
Dhaka

Infinite

I am impatient to be boundless,
Obsessed to explore the infinity
that lies beyond my close doors.
I wish to set out on a placid midnight
And walk through roads,
glimmering with peaceful yellow streetlights.
And sit on a secluded bench,
Stare at a galaxy of stars,
Wounding up the night, till the day breaks.
Those distant misty woods await my presence.
I want to rush through the lonely track;
That curls among tangled creepers.
And I wish to sail across seas
in my raft alone, for days;
Yes, I choose to be infinite;
Infinite in my own pursuit of happiness.

** লেখক কর্পোরেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মিসেস মাহমুদা আক্তার এর সন্তান।*

বি. দ্র. ইয়াংস্টারস্ বিভাগের লেখাসমূহ সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব মতামত।

আইসিবি পরিক্রমা

সংখ্যা ১১ | আশ্বিন ১৪২৩ | সেপ্টেম্বর ২০১৬

১৫ আগস্ট
জাতীয় শোক দিবস

- আইসিবিতে ইউনিট ফান্ড ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট লিয়েন রেখে অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- আইসিবি ডিবেঞ্চারে অর্থায়ন করে।
- ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- লিজিং-এ আইসিবি দিচ্ছে সর্বোত্তম সেবার প্রতিশ্রুতি।
- বাংলাদেশ ফান্ডে বিনিয়োগ করুন।

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি
আসুন এই ব্যাধি নির্মূলে আমরা সকলে মিলে কাজ করি।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

আইসিবি তার কর্পোরেট সুশাসন পরিপালনে এবং জনস্বার্থ সুরক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে শেয়ারমালিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার সর্বোপরি জনসাধারণের আইসিবি সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ, অনুসন্ধান ও পরামর্শ থাকলে তা GRS ফোকাল পয়েন্টকে জানাতে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা:

(GRS ফোকাল পয়েন্ট)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ডিসিপ্লিন, গ্রিভেন্স এন্ড আপিল ডিপার্টমেন্ট
বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪),
৮, রাজউক অ্যাভেনিউ, ঢাকা-১০০০।
Email: agm_discipline@icb.gov.bd
Phone No: 9585092

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠনে আইসিবি এগিয়ে ...